সাতদিন

১৩ ফেব্রুয়ারি : রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগে জজ চুন্নুর বিচারকাজে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন হাইকোর্ট।
ড. তাহের হত্যা মামলায় মহিউদ্দিন আরো ৬ দিনের রিমান্ডে। তাকে শনাক্ত করেছে তিনজন আসামি
১৪ ফেব্রুয়ারি : উত্তরাঞ্চলে ডিজেলের দাম লিটারে ৫ টাকা পর্যন্ত বেড়ে গেছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালোবাসা দিবসের অনুষ্ঠানে পুলিশি বাধা।
১৫ ফেব্রুয়ারি : কারাগারে বন্দি নির্যাতনের আরো ছবি প্রকাশ করেছে অস্ট্রেলিয়ার একটি টিভি চ্যানেল।
১৪ দলের ডাকা হরতাল সারা দেশে ঢিলেঢালাভাবে পালিত।
১৬ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গে ডিজেল, সার ও বিদ্যুতের দাবিতে বিক্ষুব্ধ কৃষকদের সড়ক অবরোধ।
রাজনৈতিক বিরোধ নিরসনে মধ্যস্থতা করতে ইইউর আগ্রহ প্রকাশ।
১৭ ফেব্রুয়ারি : আরো তিনটি ডিসি-১০ গ্রাউন্ডে বিমানের ফ্লাইট শিডিউলে মারাত্মক ধস নেমেছে।
অর্থ মন্ত্রণালয়ের আশ্বাসে পূর্বাঞ্চলীয় রেলের আটজোড়া ট্রেন বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল।
১৮ ফেব্রুয়ারি : ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে পৃথক ঘটনায় ২ শিক্ষকসহ নিহত ১৪।
সারের জন্য সংঘাতে কৃষক। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ, কৃষি কর্মকর্তা লাঞ্ছিত।
১৯ ফেব্রুয়ারি : অবসর নিলেন দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় দলের খেলোয়াড় এবং সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাহমুদ সুজন।
ডিজেলের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা কৃষকের অপেক্ষা, অতঃপর বিক্ষোভ।

ভোটার তালিকায় ভূতের ভর

আরিফ খান মিরণ

ভোটার তালিকা প্রণয়ন কাজ শুরু হয়েছিল ১ জানুয়ারি। চলার কথা ছিল ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হয়নি। তাই আরো ২০ দিন বাড়িয়ে তালিকা প্রণয়নের কাজ ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ শেষ করার কথা। কিন্তু বর্ধিত ২০ দিনেও তালিকার কাজ শেষ হয়নি। আবার ১৯ ফেব্রুয়ারি ভোটার তালিকা বিষয়ক রিট পিটিশনের শুনানি হওয়ার কথা। শুনানির তারিখ পিছিয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি করা হয়েছে। কারণ ঐ দিন একজন বিচারপতি অসুস্থতার দরুন বেঞ্চে উপস্থিত থাকতে পারেননি। প্রথম দফায় সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শেষ না হওয়ায় আবার বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছে। বিতর্কের অগ্নিতে ঘি ঢেলে দিয়েছে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ভোটার না হওয়া। তার অভিমত, যেহেতু এ বিষয়ে একটি রিট আবেদন ঝুলে আছে তাই তালিকার কাজ অবৈধ। শুধু শেখ হাসিনাই নন, খোদ দুই নির্বাচন কমিশনার এ কে মোহাম্মদ আলী ও মুন্সেফ আলীও ভোটার হননি। এছাড়া ভোটার বৃদ্ধির অস্বাভাবিক হার, তথ্য সংগ্রহে অনিয়ম ইত্যাদি বিষয়েও অসচ্ছতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোনো কোনো থানায় ১ শতাংশও ভোটার বৃদ্ধি হয়নি আবার কোনো কোনো থানায় ভোটার বৃদ্ধির এই হার ৬০ শতাংশের বেশি।

নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে শুধু ঢাকা জেলায় এবার ভোটার বৃদ্ধির হার ২১ শতাংশ। এটি হলো সর্বমোট হিসাব। কিন্তু গরমিল দেখা যায় যখন ঢাকা জেলার বিভিন্ন থানাভিত্তিক বৃদ্ধির হার চোখে পড়ে। ঢাকা জেলার ভোটার বৃদ্ধি সংক্রান্ত সর্বশেষ যে তথ্য পাওয়া গেছে সে অনুযায়ী ২০০০ সালে প্রণীত ভোটার তালিকার চেয়ে এ পর্যন্ত ১০ লাখ ১০ হাজার ৫৬৫ ভোটার বেড়েছে। বর্তমান তালিকায় মোট ভোটার ৪৮ লাখ ২৯ হাজার ২২২। এবার এ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহকৃত ভোটারের সংখ্যা ৫৮ লাখ ৩৯ হাজার ৭৮৭। ঢাকা জেলার থানাভিত্তিক ভোটার বৃদ্ধির হার দেখলেই বোঝা যায় গরমিলটি কোথায়। সাভার থানায় এ পর্যন্ত ভোটার বৃদ্ধির হার ৬৩ শতাংশ আবার উত্তরায় বৃদ্ধির হার ৫০ শতাংশ, মোহাম্মপুরে ৪০ শতাংশ। স্পষ্টতই এই থানাগুলোতে ভোটার বৃদ্ধির হার বিশাল। একই সঙ্গে মোটেও ভোটার বৃদ্ধি পায়নি এমন একটি থানা হলো তেজগাঁও। তেজগাঁও থানায় এ পর্যন্ত গতবারের সমান সংখ্যক ভোটার সংগৃহীত হয়েছে।

১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকায় ৪৪ লাখ ৪২ হাজার ৭৮৫ জন ভোটারকে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করা হয়েছে। সুপারভাইজররা ৪২ লাখ ২০ হাজার ৪০৯ জন ভোটার হয়েছেন কিনা যাচাই করেছে। পাশাপাশি সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার ৯ লাখ ৫ হাজার ৬৩৯ জন ভোটারের বাসায় সরেজমিন গিয়ে তাদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছেন। ১৯ তারিখে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে ২০ তারিখের মধ্যে তালিকা প্রণয়নের কাজ কীভাবে শেষ করা সম্ভব। হাইকোর্টের রিট পিটিশনের শুনানি ২০ তারিখ না হওয়ায় যে এক সপ্তাহ সময় বাড়লো তা নির্বাচন কমিশনের জন্য আশীর্বাদই বলতে হবে। কারণ তারা আরো এক সপ্তাহ তথ্য সংগ্রহের সুযোগ পাবেন। কিন্তু এরই মধ্যে কমিশন সুকৌশলে তথ্য সংগ্রহের সময়সীমা ১২ মার্চ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে। এদিকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ভোটার তালিকাবিষয়ক লিভ পিটিশনের শুনানির তারিখ ধার্য করা হয়েছে। এই শুনানির কাজ শেষ না হওয়ার আগ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ চালিয়ে নেওয়া ঠিক হচ্ছে না এমন প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে।

বারবার সময় বাড়ানো, ভুয়া ভোটার তালিকাভুক্তিকরণ, তড়িঘড়ি করে ফরম পূরণ, নির্বাচন কমিশনে জটিলতা সব মিলিয়ে যতই দিন যাচ্ছে অবস্থা ততই গুলিয়ে যাচ্ছে। এর শেষ কোথায় কেউ জানে না। এক ভোটার তালিকাকে কেন্দ্র করে যেভাবে একের পর এক অঘটন ঘটে চলেছে তাতে মনে হয় ভোটার তালিকায় ভূত ভর করেছে। এই ভূত কবে নামবে? নির্বাচন অনুষ্ঠান হলো গণতন্ত্র রক্ষার প্রথম ও প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ। বর্তমান ঘটনা প্রবাহে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কোনো শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

ভোটার তালিকার তথ্য সংগ্রহে যে গড়মিল আছে তার প্রমাণ নিচের পরিসংখ্যান। ঢাকার কিছু কিছু থানায় ভোটার বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক বেশি ,আবার কিছু কিছু থানায় অস্বাভাবিক কম।

কোতোয়ালি	ভোটার বেড়েছে	২ শতাংশ
মতিঝিল	,, ,,	৩ শতাংশ
সূত্রাপুর	,, ,,	৫ শতাংশ
রমনা	,, ,,	৫ শতাংশ
নবাবগঞ্জ	,, ,,	১৩ শতাংশ
কেরানীগঞ্জ	,, ,,	২০ শতাংশ
লালবাগ	,, ,,	১৫ শতাংশ
বাবুবাজার	,, ,,	১৬ শতাংশ
ক্যান্টেনমেন্ট	,, ,,	১৫ শতাংশ
গুলশান	,, ,,	১৬ শতাংশ
ধানমন্ডিত	,, ,,	১১ শতাংশ
পল্লবী	,, ,,	১৭ শতাংশ
মিরপুর	,, ,,	১৯ শতাংশ
ধামরাই	,, ,,	১৫ শতাংশ
দোহার	,, ,,	২৪ শতাংশ
ডেমরায়	,, ,,	২২ শতাংশ

খুলনা

কেডিএর প্লটে স্বেচ্ছাসেবক দলের অফিস

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (কেডিএ) প্লট দখল করে বিএনপির অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য আলী আসগার লবীর নাম ব্যবহার করে স্বেচ্ছাসেবক দল খুলনা নগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ও সোনাডাঙ্গা থানার সাধারণ সম্পাদক পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী আশরাফ চৌধুরী বুলু ওরফে হাতকাটা বুলু'র নেতৃত্বে কার্যালয়টি নির্মাণ করা হচ্ছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, নগরীর সোনাডাঙ্গা থেকে গল্লামারী পর্যন্ত আউটার বাইপাস সড়কের মধ্যবর্তী স্থানে সম্প্রতি কেডিএর একটি প্লট দখল করে নেয় আশরাফ চৌধুরী বুলু ও তার সমর্থকরা। সেখানে বাঁশ ও টিন দিয়ে স্বেচ্ছাসেবক দল সোনাডাঙ্গা থানার অফিস নির্মাণও শুরু হয়েছে। আশরাফ চৌধুরী বুলু ওরফে হাত কাটা বুলু প্লটটি দখলের সময় স্থানীয় সংসদ সদস্য আলী আসগার লবীর নির্দেশে জায়গা দখল ও দলীয় কার্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় লোকজন জানান, হাত কাটা বুলু এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তার ভয়ে কেউ কোনো কথা বলতে সাহস পায় না। সে স্থানীয় সংসদ সদস্যের খুব কাছের লোক। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর তার দাপট বেড়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফ চৌধুরী ওরফে হাত কাটা বুলু খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী (নং-৮০)। এছাড়া মেট্রোপলিটন পুলিশের বোমাবাজদের তালিকায়ও তার নাম রয়েছে (নং ১৬৩)। বোমা বানাতে গিয়েই তার ডান হাতের কব্জি উড়ে গিয়েছিল।

এ ব্যাপারে খুলনা মহানগর বিএনপির আহবায়ক সংসদ সদস্য আলী আসগার লবী ২০০০কে বলেন, জমি দখল করে অফিস নির্মাণের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। একই কথা জানিয়েছে সোনাডাঙ্গা থানা পুলিশও।

শুভ্র শচীন, *খুলনা থেকে*

নেসক্যাফে-কফিমেট-সাপ্তাহিক ২০০০ ভালোবাসার গল্প নাটক এবং পুরস্কার

প্রতিবারের মতো এবারও নেসক্যাফে-কফিমেট-সাপ্তাহিক ২০০০ ভালোবাসার গল্প প্রতিযোগিতায় আপনাদের বিপুল সাড়া পেয়েছি আমরা। 'গল্প লিখুন ২০০০-এ নাট্যকার হোন চ্যানেল আই-এ'-আমাদের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারা ১৯০৯টি গল্প পাঠিয়েছেন এ বছরের নেসক্যাফে-কফিমেট-সাপ্তাহিক ২০০০ ভালোবাসার গল্প প্রতিযোগিতা ২০০৬-এ। কাজী জেবুন্নেসার গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছেন নাট্যকার আনিসুল হক। পরিচালনায় আরিফ খান। ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে চ্যানেল আই-এ প্রচারিত নাটকটিতে আপনাদের জন্য ছিল কুইজ।

কুইজের তিনটি প্রশ্ন ছিল-

১.অপি করিম প্রেম করা নিয়ে কার সঙ্গে বাজি ধরেছিল? ২.নোবেল পড়াশোনা করেছে কোন বিষয়ে? ৩.নেসক্যাফের পারফেক্ট জুটি কি? ক. দুধ খ. চিনি. গ. কফিমেট

প্রশ্ন ৩টির সঠিক উত্তর হলো :

ক. দীপ্তি খ. ইকোনমিক্স গ. কফিমেট

আমরা পেয়েছি আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের অসংখ্য এসএমএস। ই-মেইল পেয়েছি দেশ-বিদেশ থেকে। ই-মেইল এবং এসএমএস-এ আপনারা উত্তর পাঠিয়েছেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত উত্তর এসেছে মোট ৫,৭১৪টি। তার মধ্যে সঠিক উত্তর ছিল ২,১৩৯টি। ১৪ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টার পর যারা ই-মেইল ও এসএমএস পাঠিয়েছেন তাদের উত্তর এই কুইজ প্রতিযোগিতার আওতায় আনা হয়নি। এ রকম উত্তরের সংখ্যা প্রায় ৪০০। তিনটি প্রশ্নের যারা সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন কেবল মাত্র তাদের উত্তরই লটারির আওতায় আনা হয়েছে। ২০ ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক ২০০০ কার্যালয়ে কুইজ প্রতিযোগিতার লটারি অনুষ্ঠিত হয়। লটারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা, ইউনিট্রেন্ড লিমিটেডের সিনিয়র ডিরেক্টর ক্লায়েন্ট সার্ভিস তুষার দাশ, সাপ্তাহিক ২০০০-এর সহকারী সম্পাদক জব্বার হোসেন এবং ইউনিট্রেন্ড লিমিটেডের অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার সোহেল শাহরিয়ার রানা। উল্লেখ্য, নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেড, সাপ্তাহিক ২০০০ এবং ইউনিট্রেন্ড লিমিটেডে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের আত্মীয়-পরিজন এই কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়নি।

১৪ফেব্রুয়ারি চ্যানেল আই-এ প্রচারিত 'বাজি' নাটকটি প্রসংশিত হয়েছে

বিজয়ী এবং পুরস্কার

সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারিতে বিজয়ী ৩ জনের নম্বর

১ম ০১৫২৩৯০২৪৪

২য় ০১৭৫০৯৪১৭৬

৩য় ৯৬৬৫০১৭২৯৭০৮

বিজয়ী ৩ জনকে **০১৭৩০১৮৬১৭** এই নম্বরে অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পুরস্কার

১ম পুরস্কার : ঢাকা-কক্সবাজার-ঢাকা বিমান টিকেট। সেই সঙ্গে ২ রাত ৩ দিন হোটেল সীগালে থাকা-খাওয়ার সুবিধা। (বিজয়ী এবং তার সঙ্গীসহ মোট ২ জন)

২য় পুরস্কার : অপি করিম ও নোবেলের সঙ্গে বিলাসবহুল তারকা হোটেল রেডিসনে ডিনারের আমন্ত্রণ। (বিজয়ী এবং তার সঙ্গীসহ মোট ২ জন)

৩য় পুরস্কার : ৫ হাজার টাকার গিফট ভাউচার। (১ জন)

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণী উৎসব

স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মন সুন্দর ও রুচিস্নিগ্ধভাবে গড়ে তোলার জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ২২ বছর ধরে সারা দেশে বইপড়া কর্মসূচি চালিয়ে আসছে। প্রতি বছর সারা দেশের ৫০০টি শাখায় প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রী এই কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছে।

গত বছর ঢাকা মহানগরীর প্রায় ১০০টি স্কুলের ২৪ হাজার ছাত্রছাত্রী এ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে। এসব স্কুলের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর যেসব ছাত্রছাত্রী মূল্যায়নপর্বে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তাদের পুরস্কৃত করার জন্য শাহবাগে

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ

শেরাটন হোটেলের পশ্চিম পাশে পিজি হাসপাতাল সংলগ্ন ময়দানে দুই দিনব্যাপী এক পুরস্কার বিতরণী উৎসব ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ উদ্বোধন করা হয়।

এই উৎসবের উদ্বোধন করেন সম্মিলিতভাবে বিশিষ্ট শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি স্থপতি একেএম রফিকউদ্দিন, ট্রাস্টি মোঃ ফরিদউদ্দিন, বিশিষ্ট অভিনেতা খায়রুল আলম সবুজ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, গ্রামীণফোনের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (বিপণন) রুবাবা দৌলা মতিন, ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দাস দেব প্রসাদ।

উদ্বোধনের পর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানকালে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দরকার হয়, তেমনি বড় মানুষ হবার জন্য দরকার হয় স্বপ্নের। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের বাছাইকৃত সেরা বইগুলো পড়িয়ে আমরা ভবিষ্যতের মানুষদের সেই স্বপ্নকে উসকে দিতে চাই। তিনি বলেন, শুধু পরিবেশের কারণেই মানুষ ভালো বা মন্দ হয়। সুন্দর বইগুলো পৃথিবীর সেরা মানুষদের লেখা। এই বইগুলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারপাশের পরিবেশ সুন্দর হয়ে যাবে।

একুশে পদক পেলেন শাহাদত চৌধুরী

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার এ বছর ১৩ জনকে একুশে পদকে ভূষিত করেছে। ২০ ফেব্রুয়ারি ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পদকপ্রাপ্তদের হাতে সম্মাননা পদক তুলে দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মরহুম শাহাদত চৌধুরীকে এবার একুশে পদক দেয়া হয়।

এবার বিভিন্ন বিভাগে আরও যারা পুরস্কার পেয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন : ড. এম আসাদুজ্জামান (শিক্ষা), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. জসিম

২০ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠান-২০০৬ শাহাদত চৌধুরীর পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন তার স্ত্রী সেলিনা চৌধুরী (বাঁ থেকে দ্বিতীয়)

উদ্দিন (শিক্ষা), ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (সাহিত্য), রওশন আরা মুস্তাফিজ (সঙ্গীত), গাজীউল হাসান খান (সাংবাদিকতা), ড. আনোয়ারা বেগম (শিক্ষা), মরহুম আনোয়ার উদ্দিন খান (সঙ্গীত), ড. সুকোমল বড়ুয়া (শিক্ষা), মরহুম মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম (সাহিত্য), অধ্যাপক হামিদুজ্জামান খান (ভাস্কর্য), আফতাব আহমেদ (আলোকচিত্রী) গাজীউল হাসান খান (সাংবাদিকতা) ও ফাতেমা-তুজ-জোহরা (সঙ্গীত)।

একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রত্যেককে ৩ ভরি ওজনের একটি স্বর্ণপদকসহ সম্মাননাপত্র ও এককালীন নগদ ৪০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

ঘরে বসেই পেতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি সংখ্যা

গ্রাহক হবার নিয়ম

গ্রাহক হার (বার্ষিক ৮০০ টাকা অথবা ষান্মাসিক ৪৫০ টাকা) ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে যে কোনো ব্যাংক থেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডারের মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। **মানি অর্ডার অথবা ডিডি** পাঠানোর ঠিকানা : *mvK‡j kb g¨v‡bRvi, mvßvwnK 2000 96-97 wbD B¯‹vUb †ivW, XvKv-1000, evsjv‡`k|*

চেক গৃহীত হয় না। যে কোনো জায়গা থেকে প্রিয়জনকেও উপহার হিসেবে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি আকর্ষণীয় সংখ্যার।

সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে ফোন (৯৩৪৯৪৫৯) করেও আপনি গ্রাহক হতে পারেন।